যুগান্তর

তারিখ 13 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

মুখ থুবড়ে পড়েছে স্কুল ফুটবল

স্পোর্টস রিপোর্টার

মুখ থুবড়ে পড়েছে দেশের স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট। ২০১২ সালের প্রথম আসরটি শেষ করতে পারলেও '১৩ সালেরটি এখন অবদি শুরুই করতে পারেনি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ফলে দীর্ঘ আড়াই বছরেই আলোর মুখ দেখেনি স্কুল ও কলেজ ফুটবলের ওই আসরের খেলাটি। এখন অবদি কোনো উদ্যোগও নেই বাফুফের। ইসলামী ব্যাংকের দেয়া পাঁচ কোটি টাকার পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১২ সালে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশজুড়ে স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট। সেই টাকা নিয়ে স্কুল কমিটির তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমানের সঙ্গে বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনের বেশ কাদা ছোড়াছুড়ি হয়েছিল। এ নিয়ে দু'পক্ষের দ্বন্দ্বও ছিল চরমে। শেষ পর্যন্ত মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন স্কুল ফুটবল কমিটি ভেঙে দেয় হয়। ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর ফের স্কুল ফুটবলের জন্য বাফুফেকে পৃষ্ঠপোষকতা করে ইসলামী ব্যাংক। আগের বছর পাঁচ কোটি টাকা দিলেও এবার তা কমে আসে চার কোটিতে। তবে শর্ত ছিল, কেবল স্কুল নয়, সঙ্গে কলেজ পর্যায়ের টুর্নামেন্টও করতে হবে। প্রায় পাঁচ হাজার স্কুল টুর্নামেন্টে অংশ নেয়ার কথা ছিল ওই আসরে। প্রত্যেক উপজেলায় দশটি করে স্কুল খেলার কথা ছিল নকআউট পদ্ধতিতে। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের নাম দেখিয়ে ইসলামী ব্যাংকের কাছ থেকে প্রথম কিস্তির এক কোটি টাকা তুলে নেয় বাফুফে। কিন্তু টুর্নামেন্ট মাঠে গড়ায়নি। স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের দেয়া কোটি টাকা খরচ হয়ে যায় অন্য খাতে। স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের দেয়া কোটি টাকাও হাওয়া। বাফুফের উদ্দেশ্য টের পেয়েই হয়তো বেঁকে বসেছিল পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান। তারা কোনোভাবেই বেহিসেবিভাবে টাকা ছাড় দিতে নারাজ। আগের দেয়া এক কোটি টাকা খরচের অডিট রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত নতুন করে টাকা ছাড় দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছিল ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। বাফুফের দায়িত্বহীনতায় শেষমেশ স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট আলোর মুখ দেখেনি।